বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
স্বর্গাদপি গরীয়সী অবলম্বনে
মাটির স্বর্গ

উষা ফিল্মসের নবম নিবেদন

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

মাটির স্বর্গ

স্বর্গাদপি গরীয়সী অবলম্বনে

(প্রথম খণ্ড)

প্রযোজনা—অসীম সরকার

সঙ্গীত পরিচালনা—শ্যামল মিত্র

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—বিজয় বসু।

চিত্রগ্রহণ—বিজয় ঘোষ। সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা—সূর্য চট্টোপাধ্যায়। গীত—জয়দেব, নজরুল, গৌরীপ্রসন্ন। নেপথ্য কণ্ঠে—হরিধন মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, সন্তু মুখোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, শক্তি ঠাকুর, হৈমন্তী শুক্লা, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী।

কর্মসচিব—সন্দীপ পাল, সন্তোষ দাসগুপ্ত। শব্দগ্রহণ—রণজিৎ দত্ত, ইন্দু অধিকারী, রবীন সেনগুপ্ত (বহির্দৃশ্য)। সঙ্গীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। নৃত্য পরিচালনা—শক্তি নাগ। রূপসজ্জা—নিতাই সরকার। সাজসজ্জা—দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। স্থিরচিত্র—এড্‌না লরেঞ্জ (প্রভু)

ভূমিকায়

মহুয়া রায়চৌধুরী, মাধবী চক্রবর্তী, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে, শেলী পাল, আলপনা গুপ্তা, সহেলী রায়চৌধুরী, লিপিকা লাহা, চম্পা দে, ঝুমা চাকী, সোমা চাকী, মৌসুমী মুখোপাধ্যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকর ঘোষাল, সুব্রত সেনশর্মা, অনিল মণ্ডল, নির্মল ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতি দাস, সজল ঘটক, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য মজুমদার, সুশীল রায়, সুবীর ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ, চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, হাসি মজুমদার, শ্যামানন্দ দাসগুপ্ত, নিমাই দত্ত, রামনিবাস ভট্টাচার্য।

সহযোগীবৃন্দ

পরিচালনা—অজিত চক্রবর্তী। শংকর রক্ষিত। সঙ্গীত—অলোক দে। চিত্রগ্রহণ—পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, যুগল সন্দার। শব্দগ্রহণ—বিনোদ ভৌমিক। সম্পাদনা—চিত্ত দাস। শব্দ পুনর্যোজনা—ভোলা সরকার, গোপাল ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা—রামনিবাস ভট্টাচায। রূপসজ্জা—বংশী রায়। সাজসজ্জা—বিশু চক্রবর্তী। ব্যবস্থাপনা—সতীশ দাস।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন জগৎবল্লভপুরের অধিবাসীবৃন্দ

পরিবেশনা

চণ্ডীমাতা ফিল্মস

কাহিনী

পরিবারটি মোটেই সচ্ছল নয়। বড় ভাই অন্নদা ছাপোষা কেরানী, ছোট রসিক গ্রামে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। পশার আছে, পয়সা নেই। ভিজিট ওষুধ সবই মিনি মাগনায় নয়তো ধারবাকি। কিন্তু সেজন্য রসিককে বিচলিত মনে হয় না। সে আপন খেয়ালে গান বাঁধে। সে গান শোনে মেয়ে গিরিবালা, কম্পাউণ্ডার হারাণ আর গ্রামের বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই।

সংসারের মাথা অন্নদা রোজ ছোটেন নিকুঞ্জ ঘটকের কাছে গিরিবালার একটি পাত্রের জন্যে। কিন্তু পছন্দ আর সঙ্গতির মেলবন্ধন হয় না। রসিকের কিন্তু বদ্ধ ধারণা তার মেয়েকে নিয়ে যেতে স্বয়ং শিব আসবেন কৈলাস থেকে।

রাসের মেলায় হরিপুরের জমিদার পরেশ দেখে গিরিবালাকে। বড় মনে ধরে মেয়েটিকে। সে নিকুঞ্জ ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়।

এদিকে পণ্ডিতমশাই একটি সুপাত্রের সন্ধানে রসিককে পাঠান গ্রামান্তরে। ছেলেটিকে ভারি পছন্দ হয় রসিকের। সে একেবারে দিনস্থির করে বাড়ি ফেরে। একই দিনে বিয়ে স্থির করেছে অন্নদা। হরিপুরের জমিদার পরেশনাথের সঙ্গে। সঙ্কট মোচনের দায় নেয় হারাণ। অবশেষে মধুরেন সমাপ্তি।

সংগীত

শিল্পী—শ্যামল মিত্র

হেঁইয়া হেইরে হেঁইয়া হা
বৌ চলেছে শ্বশুর ঘরে
পালকি বেয়ে চল
নদী নালা শুকিয়ে এখন
দু'চোখ ভরা জল।
ফিরবি কবে আবার বৌ
বলরে বাপের ঘরে
আসিস যেমন দুর্গা মা
আসেন বছর পরে।
সরস্বতী গণেশ লক্ষ্মী
কার্তিক সাথে আসে
তেমনি যেন দেখিরে তোর
কোলে ছেলে হাসে।
মায়ের রূপে দেখে তোকে
জুড়ায় যেন প্রাণ
তোকে আলতা সিঁদুর শাঁখা দিলাম
সুপারি আর পান।

শিল্পী—অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

প্রভুমী শসনি শমশেষ গুণং
গুণহীনমহীশ গরাভরণম্
রণ নির্জিত দুর্জ্জয় দৈত্য পুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

শিল্পী—হরিধন মুখোপাধ্যায়
হৈমন্তী শুক্লা

আমি বলব, বিধুমুখি
করোনা মোরে জ্বালাতন
তোমার নাইকো যৌবন।
আর এখন—
উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী করেছি সার।
আমি রাধা বই আর জানিনা হে
শোন একটা কথা কই কানে কানে।
আস্তে আস্তে বল যাতে লোকে না জানে
মানতু মানু—হাঃ হাঃ হাঃ
নাতনী আমার ঠাট শিখেছে ভাল
চোখের ঠারে কথা বলে
কুঁচকে ভুরু কালো
রসটস্ গতরে তোর রসের ছড়াছড়ি
তাই না দেখে আহ্লাদে প্রাণ
যায়রে গড়াগড়ি।
কচি মুখে মুচকি হাসি
যেন পূর্ণিমারই আলো
তোকে আমার দেখতে লাগে ভালো।
দাদুর শখ দেখে যে হেসে মরি
বুড়ো হয়েও দিচ্ছে দাদু প্রেমের হামাগুড়ি
রসে টইটুম্বুর দাদু রসিক চূড়ামনি
দয়া করে এখান থেকে যাও এক্ষুনি
যাবনা যাবনা যাবনা—
বুড়ো বলে ঠেলো না দিদি
আমি যে তোর গলার হার
বাইরে মোর পড়েছে ভাঁটা
ভেতরে প্রেমের জোয়ার

প্রভাত লগন এলো নিশি অবসান
ভুবন ভরানো আলো এ তোমারই দান।
করিনা প্রার্থনা প্রভু বিত্ত অগণন
পুণ্য কর চিত্ত মম এই নিবেদন।

শিল্পী—মান্না দে
অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

শিল্পী—মান্না দে

কিতে চন্দন বনে সাধ যদি হয়
ও সজনী, ওলো সজনী
কেন তবে বল তোর ভুজঙ্গের ভয়।
মনির কারণে ফণী
মুরলি বিনা কি ধ্বনি
কুমুদই না হাসে যদি বৃথা চন্দ্রোদয়।
জানিসই তো কি যে জ্বালা
আছেরে পিরীতে
পোড়ায়ে মারিতে চিতা
জ্বালে সে যে চিতে।
কালোতে মিশিয়া সাদা
তবেই তো কানু রাধা
ফুলে কাঁটা না সহিলে
প্রাণে সে তো সয়।

শিল্পী—শক্তি ঠাকুর, হৈমন্তী শুক্লা,
রবি ঘোষ, মান্না দে

আমি হরিপুরের রাজার গায়েন শুনুন সর্বজনা
আপনাদের করি যে বন্দনা।
আমার সাথে লড়ার মত নেই তো দেখি কেউ
নিদেন বাঘ না থাকুক
থাকত যদি একটা তবু ফেউ
সেও করত ঘেউ ঘেউ
এখানে পুরুষ তো নেই
আমার সাথে লড়বে যে এক হাত
আছে মেয়ে তারাই না হয় করুক আসর মাত।
বলরে তোরা সই
আমাদের কেষ্টঠাকুর কই
কানু বিনে সবাই মিলে
কার সাথে আর করব লীলে
দেড়েল বুড়ো বুঝবে কি বল রাসলীলেরই রস।
ওর মুখে ঝামা ঘস—ঝামা ঘস—ঝামা ঘস।
কেষ্ট কি আর হাতের মোয়া
পাওয়া সহজ নয়
আছেন তিনি আসে পাশে
খুঁজতে তাকে হয়।

এত কেন করিস ধানাই পানাই
তাহলে কি বলতে চাস
তুই আমাদের কানাই।
হ্যাঁ হ্যাঁ না না মানে
ধরে নে আমিই তোদের কানু।
এ যে দেখি রসেতে খুব ঝানু
তুই যদি হোস কেষ্টঠাকুর মিথ্যে অনুমান
বিচারটা তো করতে হবে কে যে হনুমান।
নারী সে তো নয়গো শুধু কামনারই দাসী
ছলনায় মন ভাঙ্গে যে হয়ে সর্বনাশী
যাহারে সমাজ শুধু কলঙ্কিনী কয়
সেই রাধাতো প্রেমময়ী কলঙ্কিনী নয়॥
বেহুলা সাবিত্রী হয়ে পতি ভক্তি করে
সুধাময়ী রূপটি যে তার কল্যাণেরই তরে
ভোগেরই বস্তু শুধু নারী কভু নয়
জননী জায়া রূপে তার যে পরিচয়॥
নারীর অন্য রূপ সীতা মহাসতী
সন্তান কোলে নিয়ে জননী পার্বতী
কখনো লক্ষ্মী নারী কভু সরস্বতী
সর্বংসহা নারী মাতা বসুমতী
নারী কখনো প্রেয়সী নারী যে শ্রেয়সী
নারী স্বর্গাদপী গরীয়সী।

ঘর ঝাড়িতে কর আমায়
তোমার হাতের ফুলঝাঁটা।
ইচ্ছে করে কানে কানে
দুটো রসের কথা কই॥
মালা হয়ে আহ্লাদী গো
দুলতে যে চাই তোমার বুকে
তোমার নাকের নাকছাবিতে
জ্বলতে যে চাই মনের সুখে।
গলায় দড়ি দেব, যদি
ভাবতেই হয় তোমার নই
তোমার পায়ের জোড়া লাথি
বুকে মারো।

শিল্পী—সন্ত মুখোপাধ্যায়

জাগো জাগো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
জাগো শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাতিথির তিমির অপসারি।
ডাকে বসুদেব দেবকী ডাকে
ঘরে ঘরে নারায়ণ—নারায়ণ নারায়ণ
ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম
ডাকিছে যমুনা করি॥
হরি হে তোমায় সজল নেত্রে
ডাকে পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে
দুঃশাসন সভায় দ্রৌপদী
ডাকিছে লজ্জাহরী॥
মহাভারতের হে মহাদেবতা
জাগো জাগো আনো আলোর বারতা
ডাকিছে গীতার শ্লোক অনাগতা
বিশ্বের নরনারী॥

শিল্পী—রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমার ইচ্ছে যে হয়
তোমার চোখের কাজল হয়ে রই
গায়ে তোমার আঁচল হয়ে
লুটিয়ে পড়ে রই॥
তোমার শাড়ীর কল্কা পাড়ে
হতে যে চাই চোরকাঁটা

শিল্পী—মান্না দে

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ি মানমনিদানং
ত্বমসি মম ভূষণম্—ত্বমসি মম জীবনম
ত্বমসি মম ভব—জলধি—রত্নম্।
স্মরগরলমণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ—পল্লবমুদারম্

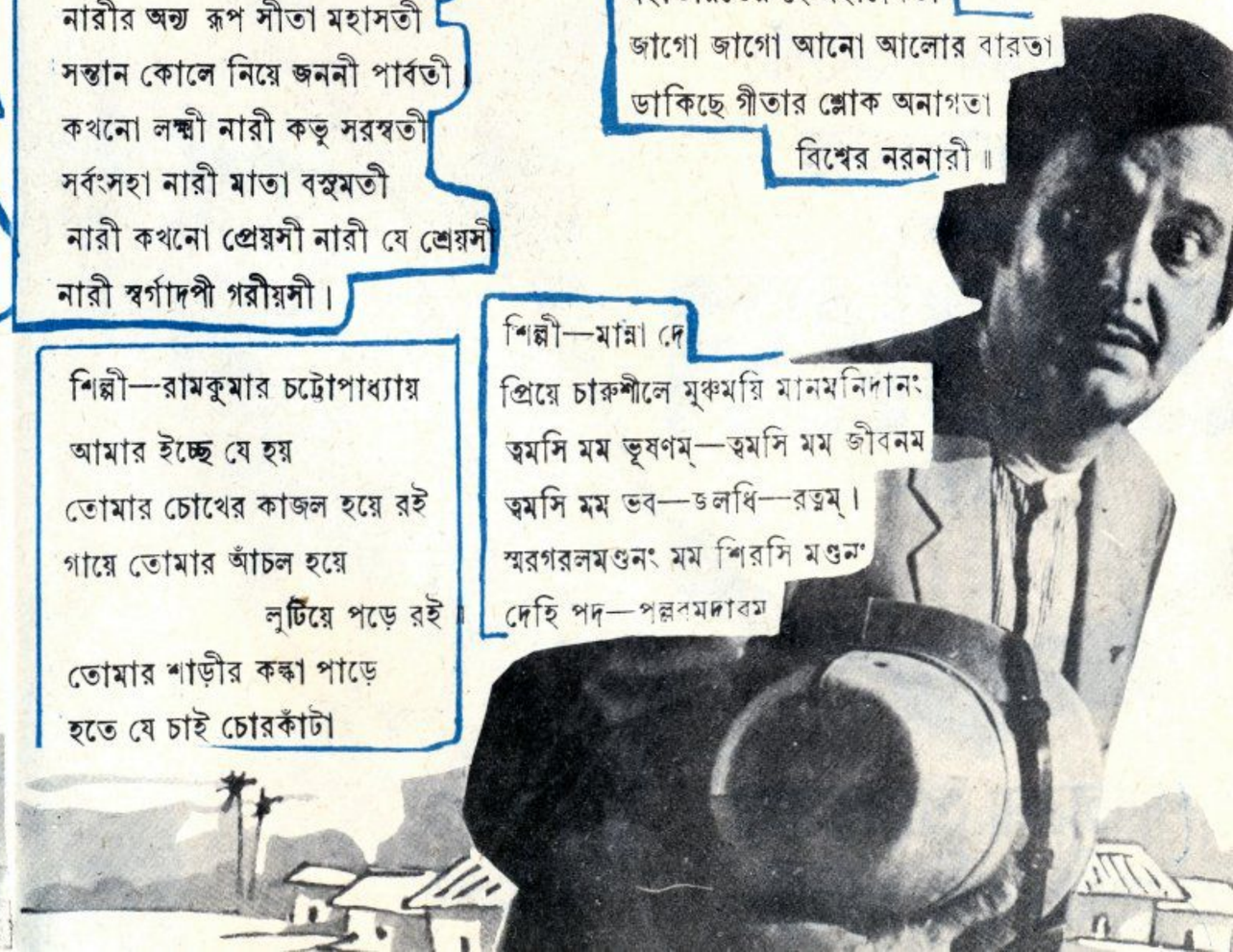

চণ্ডীমাতা ফিল্মস
পরিবেশিত
পরবর্তী
ছবি

শর্মিলা · ভিক্টর · রঞ্জিত
ও নাসিরুদ্দিন শা অভিনীত
চণ্ডীমা ফিল্মসের

প্রতিদান

রঙীন

পরিচালনা প্রভাত রায়
সংগীত বাপী লাহিড়ী